দৈনিক বাংলা

তারিখ 13. AUG 1995
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

কুমিল্লা বোর্ডে বৃত্তি প্রদানে অনিয়মের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ চট্টগ্রাম।– মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড কুমিল্লা কর্তৃক '৯৪ সালে মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে

জনৈক অভিভাবক দৈনিক বাংলাকে এক লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন, বিজ্ঞান বিভাগ হতে ৮৪৩ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ বহু ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়নি। অথচ একই বিভাগে ৮২৫ নম্বর প্রাপ্ত অনেক ছাত্র বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তির জন্য মনোনীত হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক উক্ত অভিভাবক জানান, মেধা তালিকায় ছাত্র ও ছাত্রীদের একই সঙ্গে মেধা অনুসারে ফল প্রকাশিত হয়েছে। এবং যেহেতু, ছাত্র–ছাত্রীদের ফল পৃথকভাবে প্রকাশিত সে ক্ষেত্রে বৃত্তি প্রদানের জন্য ছাত্র–ছাত্রীকে কোটা রক্ষণকে মেনে নেয়া যায় না। ফল প্রকাশ ও মেধা তালিকা একসঙ্গে প্রকাশের পর বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রেও যৌথভাবে করাটাই যুক্তিযুক্ত বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উক্ত অভিভাবক তার অভিযোগে আরও উল্লেখ করেন অনেক ক্ষেত্রে আবার এলাকাভিত্তিক কোটা নির্ধারণ করেও বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। সেখানেও অনেক ছাত্র–ছাত্রী ৮৪৩ নম্বরের চেয়ে কম পেয়ে বৃত্তি পেয়েছে। তিনি কুমিল্লা বোর্ড কর্তৃক এহেন দ্বৈত–সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বৃত্তি প্রদানকে মেধাবী শিক্ষার্থীদের সাথে এক ধরনের প্রহসন বলে উল্লেখ করেন।

অভিভাবক বোর্ড কর্তৃপক্ষের এই আচরণ ও প্রকৃত মেধাবী ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান না করে ৮৪৩ নম্বরের চাইতে কম নম্বর প্রাপ্তদের কি ভাবে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

প্রায়ই হাসপাতালে দেখা যায় না। ডাক্তাররা প্রাইভেট রোগী নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

এদিকে, ইইসি'র ৩৯ লাখ টাকা অর্থ সাহায্যে সম্প্রতি জকিগঞ্জ হাসপাতালের সম্প্রসারণ, ও সংস্কার কাজ শুরু হয়েছে। এই কাজে খুবই নিম্নমানের রড, সিমেন্ট, ইট–বালু ও কাঠ ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে থানা নির্বাহী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তদন্তকারী থানা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা দীর্ঘদিন পরও রহস্যজনক কারণে তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করেননি। উল্লেখ্য, থানা নির্বাহী কর্মকর্তা ইতিমধ্যে নিম্নমানের কাজের বেশ কিছু আলামত জব্দ করেছেন।